• সন্ত্রাসবাদের সংজ্ঞা [Definition of Terrorism] :

সন্ত্রাসবাদের সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা নির্দেশ করা যথেষ্ট কঠিন, কারণ বিভিন্ন লেখক বিভিন্নভাবে একে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করেছেন। তাছাড়া কোনো একজনের কাছে যেটি সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ বলে চিহ্নিত হয়, অন্যজনের কাছে তা স্বাধীনতা সংগ্রাম বলে মনে হতে পারে। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ক্ষুদিরাম, বিনয়, বাদল, দীনেশ, ভগৎ সিং, প্রমুখের সংগঠিত লড়াই ভারতবাসীর কাছে ছিল স্বাধীনতা সংগ্রাম, অন্যদিকে ব্রিটিশ শাসকদের কাছে তা ছিল রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস। **সাধারণভাবে সন্ত্রাসবাদ বলতে বোঝায় হিংসার প্রয়োগ অথবা হিংসা প্রয়োগের হুমকির মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর মধ্যে ভীতি বা ত্রাস সঞ্চার করার প্রয়াস।** আতঙ্কের আবহ তৈরি করে বা আতঙ্কিত করে যদি কোনো ব্যক্তিবিশেষ বা একদল মানুষকে এমন কোনো কাজ করতে বা না-করতে বাধ্য করা হয়, স্বাভাবিক অবস্থায় যে কাজ সে বা তারা করতো না, তাহলে তাকে বলা হবে সন্ত্রাসবাদী কাজ। আমির তাহেরি (Amir Taheri)-র মতে, "আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত যুদ্ধের নিয়মকানুনের বাইরে যে-কোনো প্রকার হিংসাপ্রয়োগ এবং রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে আতঙ্কের প্ররোচনা দেওয়া সন্ত্রাসবাদী কাজ।"[1]

জেনকিন্‌স (Brian M. Jenkins)-এর মতে, সন্ত্রাসবাদ হল রাজনৈতিক পরিবর্তন সাধনের লক্ষ্যে বলপ্রয়োগ অথবা বলপ্রয়োগের ভীতি প্রদর্শন। ইজরায়েল-এর প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী **বেঞ্জামিন নেতানেয়াহু** একদা বলেছিলেন, সন্ত্রাসবাদের একটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকে এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিনা প্ররোচনায় এবং অতর্কিতে এমন সুসংবদ্ধভাবে অন্তর্ঘাত ও হত্যালীলা চালানো হয় যার পরিণতিতে সাধারণ মানুষ আতঙ্কে নিশ্চুপ হয়ে যায়। কারও কারও মতে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক লক্ষ্য ছাড়াও ধর্মীয় বা অন্যান্য লক্ষ্য থাকতে পারে। মার্কিন চিন্তাবিদ **নম চমস্কি** বলেছেন, সন্ত্রাসবাদ বলতে কোনো রাজনৈতিক বা ধর্মীয় আদর্শ সংক্রান্ত লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যে হিংসার পরিকল্পিত প্রয়োগ অথবা হিংসা প্রয়োগের ভীতি প্রদর্শনকে বোঝানো হয়। ফেডারেল ব্যুরো অব্ ইনভেসটিগেশন (Federal Bureau of Investigation)-এর সংজ্ঞা অনুযায়ী "**সন্ত্রাসবাদ হল রাজনৈতিক বা সামাজিক উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে শক্তি অথবা সম্পদের বিরুদ্ধে শক্তি অথবা হিংসার বেআইনি প্রয়োগের মাধ্যমে একটি সরকার বা অসামরিক জনগণ বা তার অংশবিশেষকে কোনো বিশেষ কার্যসম্পাদনে বাধ্য করা।**" আসলে 'terror' শব্দটির উৎপত্তিই হয়েছে লাতিন শব্দ '*terrere*' থেকে, যার অর্থ কাউকে ভয় দেখানো বা আতঙ্কগ্রস্ত করা (to frighten or scare)। **ব্রুস হফম্যান** (Bruce Hoffman)-এর সংজ্ঞা অনুযায়ী, একজন সন্ত্রাসবাদী হল মৌলিকভাবে হিংস্র বুদ্ধিজীবী ("fundamentally violent

1. A Taheri, Holy Terror : Inside Story of Islamic Terrorism, Hutchinson, London (1987), p.3

সন্ত্রাসবাদী ধারা।

• সন্ত্রাসবাদের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য [Nature and Characteristics of Terrorism] :

সন্ত্রাসবাদের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নলিখিতভাবে আলোচনা করা হল :

প্রথমত, সন্ত্রাসবাদ হল প্রকৃতিগতভাবে ষড়যন্ত্রমূলক। যে-কোনো সন্ত্রাসবাদী কাজকর্মের পিছনে থাকে পরিকল্পিত গোপন ও গভীর ষড়যন্ত্র বা চক্রান্ত। ব্যক্তি হত্যা, রাষ্ট্রনায়ক হত্যা, ধর্মস্থান অথবা বাজারে অথবা সিনেমা হলে বিস্ফোরণ, সেতু বা রেলপথ বা বিমান ধ্বংস ইত্যাদি যে-কোনো ধরনের সন্ত্রাসবাদী কাজকর্মের আগে পরিকল্পনা রচিত হয়ে যায় এবং সেই অনুযায়ী গোপন মহড়াও চলতে থাকে।

দ্বিতীয়ত, যে-কোনো সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর সদস্যরা তাঁদের নেতার নির্দেশে পরিচালিত হন এবং নেতার প্রতি তাঁদের অবিচল আনুগত্যও থাকে। নেতার নির্দেশমতো প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সদস্যরা নিপুণভাবে পরিকল্পনা রূপায়ণে সচেষ্ট থাকেন। সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলির কাঠামোটি হয় সাধারণত পিরামিডের মতো। কাঠামোর শীর্ষে থাকেন একজন বা কয়েকজন নেতা, যাঁদের কাজ হল সমগ্র পরিস্থিতির দিকে নজর রেখে নীতি নির্ধারণ করা, লক্ষ্যবস্তু স্থির করা এবং পরিকল্পনা রচনা করা। এর নীচের স্তরে থাকেন বেশ কিছু প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সক্রিয় কর্মী এবং এঁদের মাধ্যমেই আক্রমণ বা হামলার কাজটি সম্পন্ন হয়। এঁদের মধ্যে বিভিন্ন জনের ওপর বিভিন্ন রকমের দায়িত্ব দেওয়া থাকে, যেমন কেউ তথ্য সংগ্রহ করেন, কেউ যোগাযোগ রক্ষা করেন, কেউ অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করেন, কেউ তা প্রয়োগ করেন, কেউ নজরদারি করেন। সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের সর্বনিম্ন স্তরে থাকেন নিষ্ক্রিয় সমর্থকগণ, যাঁরা সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সমর্থন করেন এবং যাঁরা সক্রিয় কর্মীদের তথ্য সরবরাহ, নিরাপদ আশ্রয় দান, সতর্ক করা, পরিবহন ও যোগাযোগের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি বিভিন্নভাবে সাহায্য করেন।

তৃতীয়ত, সন্ত্রাসবাদ একটি আপেক্ষিক শব্দ। সাধারণ মানুষের কাছে সন্ত্রাসবাদ ঘৃণ্য, কাপুরুষোচিত এবং মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ। আবার সন্ত্রাসবাদী সংগঠন ও তার সদস্যদের কাছে এর মধ্যে কোনো অন্যায় নেই। কারণ তাঁদের কাছে সন্ত্রাসবাদী পথ রাজনৈতিক দাবি আদায়ের একটা কৌশল মাত্র। সরকার তথা জনসাধারণের উপর চাপ সৃষ্টি করে দাবি

আদায়ের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি সাংবিধানিক পদ্ধতি অপেক্ষা অনেক কার্যকর বলে তাঁদের বিশ্বাস। সন্ত্রাসবাদীরা তাঁদের হিংসাত্মক কাজকর্মের সাহায্যে যে আতঙ্কের বাতাবরণ তৈরি করে তাতে সাধারণ নাগরিক সমাজ এমনভাবে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে যে তারা সন্ত্রাসবাদের বিরোধিতা করতে সাহস পায় না।

চতুর্থত, বর্তমান দিনে সন্ত্রাস কেবল দুর্বলের অস্ত্র নয়, সবলরাও এর সাহায্য নিতে পারে। বস্তুতপক্ষে **আজকের দিনে রাষ্ট্রীয় এবং অরাষ্ট্রীয় উভয় স্তর থেকেই সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ পরিচালিত হচ্ছে**, কখনও প্রত্যক্ষভাবে কখনও পরোক্ষভাবে। ভারতের কাশ্মীর উপত্যকায় যেসব সন্ত্রাসবাদী সংগঠন ক্রিয়াশীল আছে সেগুলি অ-রাষ্ট্রীয় সংগঠন হলেও তারা পাকিস্তান সরকারের কাছ থেকে প্রভূত সাহায্য ও সহযোগিতা পায়।

পঞ্চমত, বর্তমানের এই বিশ্বায়নের যুগে সন্ত্রাসবাদও একটা বিশ্বায়িত রূপ পেয়েছে। আজকের দিনে সন্ত্রাসকে কোনো নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকতে দেখা যাচ্ছে না; বিশ্বব্যাপী এর বিস্তার, বিশ্বজুড়ে এর শাখা-প্রশাখা। ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক সূত্রে জানা যায় যে, শ্রীলঙ্কার এল. টি. টি. ই (L.T.T.E)-র সঙ্গে অসমের আলফা জঙ্গিদের যোগাযোগ রয়েছে। অসমের আলফা জঙ্গিদের কাছে এমন কিছু লাইফবোট পাওয়া গেছে সেগুলি এল. টি. টি. ই-রা ব্যবহার করে। অনুরূপভাবে বাংলাদেশের মৌলবাদী সংগঠনের সঙ্গে কাশ্মীরের বা পাকিস্তানের মৌলবাদী সন্ত্রাসের যথেষ্ট যোগাযোগের খবর পাওয়া যায়।

ষষ্ঠত, সন্ত্রাসবাদের উত্থানের পিছনে নানান কারণ থাকতে পারে, যেমন জাতি-বিদ্বেষ, জাতীয়তাবোধ ইত্যাদি। কিন্তু **বেশিরভাগ সন্ত্রাসবাদের পিছনে কাজ করে অর্থনৈতিক উপাদান।** নেপালের মাওবাদীদের অথবা শ্রীলঙ্কার এলটিটিইদের অথবা ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের হিংস্র জঙ্গি আন্দোলনের পশ্চাতে কাজ করেছে দারিদ্র্য, বৈষম্য, বঞ্চনা ও অনগ্রসরতা। **অধ্যাপক দীপঙ্কর গুপ্ত**-র মতে, বেশিরভাগ সন্ত্রাসের উৎস নিহিত থাকে অবহেলা-বঞ্চনার (humiliation) মধ্যে। সমাজে ব্যক্তির প্রান্তিক ও মর্যাদাহীন অবস্থান সন্ত্রাসের অনুকূল পরিবেশ রচনায় সাহায্য করতে পারে।[1]

সপ্তমত, সন্ত্রাস আজ বহু যুবকের কাছে রুজি-রোজগারের উপায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক সূত্র থেকে জানা যায়, কাশ্মীরের জঙ্গিদের একটা বড় অংশ নিছক জীবিকা নির্বাহের তাড়নায় এই পথে নেমেছে। আফগান মুজাহিদ জঙ্গিরাও শুরুতে জেহাদের রাস্তায় নেমেছিল রুজি-রোজগারের সন্ধানে। প্যালেস্তাইনের গাজা ভূখণ্ডে গত শতকে 'ইন্তিফাদা' নামে যে সন্ত্রাস ব্যাপকভাবে ছড়িয়েছিল, তার সঙ্গে যুক্ত ছিল প্রধানত বেকার যুবক-যুবতীরা। বর্তমানে **সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলির সঙ্গে সংগঠিত অপরাধ জগতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক** গড়ে উঠতে দেখা যাচ্ছে। সন্ত্রাসবাদীরা অপরাধ জগতের বিশ্বব্যাপী পরিকাঠামোকে ব্যবহার করছে কখনও রাজনৈতিক কারণে, আবার কখনও অর্থসংগ্রহের তাগিদে। এ বিষয়ে খাদিমকর্তা অপহরণের বিষয়টি উল্লেখ করা যেতে পারে। তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল

---

1. অঞ্জনা ঘোষ, ঠাণ্ডা যুদ্ধ-উত্তর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, প্রোগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১২৫।

দেশগুলিতে জাল নোট পাচার, মাদক ও অস্ত্র চোরাচালানের সঙ্গে সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলির যোগসূত্র আজ প্রমাণিত।

অষ্টমত, সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ সম্প্রসারণের সঙ্গে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতির একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে পৃথিবীতে প্রযুক্তিবিদ্যার অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটেছে, আর এই উন্নত প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলি বিশ্বজুড়ে নাশকতামূলক কাজকর্ম বাড়িয়ে চলেছে। ইন্টারনেট, ল্যাপটপ, সেল ফোন, স্যাটেলাইট ফোন, বিস্ফোরণের নিত্যনতুন কৌশল, জৈব-রাসায়নিক অস্ত্রের উদ্ভাবন—ইত্যাদি সন্ত্রাসবাদকে প্রসারিত ও শক্তিশালী হতে বিপুলভাবে সাহায্য করেছে। আজ সন্ত্রাসবাদীদের হাতে হাতে ঘুরছে 'ডার্টি বোমা' নামক নিকৃষ্টমানের পরমাণু বোমা, অ্যানথ্রাক্স-র মতো মারণব্যাধির জীবাণু বোমা। এইসবের প্রেক্ষিতে জন্ম নিয়েছে 'জৈব সন্ত্রাসবাদ', 'পরমাণু সন্ত্রাসবাদ' ইত্যাদির নানা ধরনের সন্ত্রাস। বস্তুতপক্ষে, আজকের দিনে সন্ত্রাসবাদ প্রযুক্তিকে আশ্রয় করে বিশ্বব্যাপী ডালপালা মেলে চলেছে।

... সামরিকবাহিনীর মতো

5ঙ্গ

সন্ত্রাস প্রতিরোধের উপায় [Means to Combat Terrorism] :

বর্তমান বিশ্বের ছোটো-বড়ো, উন্নত-অনুন্নত সমস্ত রাষ্ট্রই কমবেশি সন্ত্রাস কবলিত। বর্তমান দিনে মানবসভ্যতার সবচেয়ে বড়ো শত্রু সন্ত্রাসবাদ, তাই মানবসভ্যতাকে সুরক্ষিত রাখতে গেলে সন্ত্রাসবাদের বিনাশ দরকার। কিন্তু কী করে? অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় সমস্যাটি সমাধানের ক্ষেত্রে অনেক ধরনের সমস্যা আছে। প্রথম সমস্যাটি হল সন্ত্রাস দমনে রাষ্ট্রগুলির আন্তরিকতার অভাব এবং পক্ষপাতমূলক দৃষ্টিভঙ্গি। কোনো রাষ্ট্র সন্ত্রাস-কবলিত হলে অন্য রাষ্ট্র সাধারণত নির্বিকার থাকে, অথবা দায়সারা মন্তব্য করে পাশ কাটিয়ে যায়। তবে আজকের দিনে সন্ত্রাসবাদ যেরূপ আন্তর্জাতিক আকার নিয়েছে, তাতে আজ আর কোনো রাষ্ট্রই এ ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকতে পারছে না। বিশ্বের সব ধরনের ও সব প্রান্তের রাষ্ট্রই আজ যৌথভাবে এই সাধারণ শত্রুটিকে মোকাবিলায় আগ্রহী হয়ে উঠেছে। তাই সুযোগ পেলেই যে-কোনো সম্মেলনে বা বৈঠকে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা সন্ত্রাসবাদকে প্রতিহত করার বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করছেন এবং নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করছেন।

সন্ত্রাসবাদকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন যৌথ মোর্চা গঠন করেছে। বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র এই মোর্চায় যোগ দিয়েছে অথবা সমর্থন করেছে। অপরদিকে রাশিয়া ও চিন এই উদ্দেশ্যে 'সাংহাই উদ্যোগ' নামক সন্ত্রাস-বিরোধী মঞ্চ তৈরি করেছে। এতে যোগ দিয়েছে মঙ্গোলিয়া-সহ সাবেক সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রগুলি, যেমন উজবেকিস্তান, কাজাখস্তান, খিরঘিজস্তান ইত্যাদি। নির্জোট সম্মেলনগুলিতে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপকে উন্নয়ন-বিরোধী ও মানবতা-বিরোধী বলে নিন্দা করা হয়েছে এবং এর বিরুদ্ধে সদস্য-রাষ্ট্রগুলিকে সতর্ক থাকতে আহ্বান জানানো হয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক সংগঠন সার্ক-ভুক্ত দেশগুলিও (ভারত, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, ভুটান, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, মালদ্বীপ প্রভৃতি) সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে বিশেষ উদ্বেগ প্রকাশ করেছে এবং ১৯৮৭ সালে যৌথভাবে সন্ত্রাসবাদ রোধে কতকগুলি পদক্ষেপ নেওয়ার ব্যাপারে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে।

এছাড়াও সন্ত্রাসবাদ দমনে বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, যেমন :

(১) কায়রোর আরব লিগের সচিবালয়ে গৃহীত Arab Convention on Suppression of Terrorism;

(২) আলজিয়ার্সে অনুষ্ঠিত আফ্রিকান রাষ্ট্র সম্মেলনে (OAU) গৃহীত Convention on the Prevention and Combating of Terrorism.

---

1. Karl Deutch, *International Relations,* 1998, Pretice Hall, P-20.

(৩) মিন্‌স্কে CIS-ভুক্ত প্রাক্তন সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রগুলির চুক্তি Treaty on Co-operation Among States Members of CIS;

(৪) ASEAN Regional Forum-এ ASEAN ও USA-র মধ্যে সন্ত্রাসবাদ দমনে সহযোগিতা;

(৫) ইউরোপের ট্রাসবুর্গে European Convention of the Suppression of Terrorism :

(৬) আমেরিকা মহাদেশীয় আঞ্চলিক সংগঠন OAU-র Convention to Prevent and Punish Acts of Terrorism.।

সন্ত্রাসবাদ দমনে এইসব আঞ্চলিক উদ্যোগের গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় সন্ত্রাসবাদীরা তাদের লক্ষ্যবস্তুর ওপর আক্রমণ চালিয়ে আশপাশের এলাকায় আত্মগোপন করে। ভারতের বিচ্ছিন্নকামী জঙ্গিগোষ্ঠীগুলি যেমন পাকিস্তান, বাংলাদেশ, ভুটান প্রভৃতি দেশে আশ্রয় নেয়। তাই সন্ত্রাসকে নির্মূল করতে হলে আঞ্চলিক স্তরে যৌথ প্রয়াস অত্যন্ত জরুরি।